প্রেম ও বিবর্ত

শ্রীশিবচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ

বেঙ্গল পাবলিশিং হোম
৫, নূরমহম্মদ লেন
কলিকাতা

বাণীকুঞ্জ
৬, নূরমহম্মদ লেন, কলিকাতা
হইতে
শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ
আষাঢ়, ১৩৪২
জুন, ১৯৩৫
এক টাকা

এলবিয়ন প্রেস
৫, নূরমহম্মদ লেন, কলিকাতা
হইতে
শ্রীহরি চরণ সিংহ
কর্ত্তৃক
মুদ্রিত।

সূচীপত্র

প্রেম

দীর্ঘ কত শতাব্দীর বিস্মৃতির পরপার হ'তে
ছন্দের হিন্দোল তুলি' অজস্র আনন্দ হাসি গানে
স্নিগ্ধ শান্ত দৃষ্টি মেলি' জীবনের জয় যাত্রা পথে
আমার ভুবন মাঝে এলে তুমি কোন্ অভিযানে ?
লাবণ্য প্রবাহে তব ভাসাইয়া সকল সংশয়
কৈশোরের কৌতূহল মিটাইয়া ধীরে অতি ধীরে
অসীম সোহাগ সুখে ভালবেসে হ'লে কি নির্ভয়
যৌবনের অর্ঘ্য বহি' প্রেমাপ্লুত নয়নের নীরে ?

*　　　*　　　*

মুকুল-চুম্বন-রাঙ্গা বিকশিত পুষ্পমালা মাঝে
মাটি আর আকাশের ভালবাসা ফোটে যা গোপনে-
পাতায় পাতায় তাই মিলন রাগিণী হ'য়ে বাজে
তোমার সুরভি-শ্বাস পবন লুটিয়া নিলে বনে !
প্রেমের মাধুরী দিয়ে নিখিল সুষমা-মধু লাগি'
রহস্যের কল্পলোকে যুগে যুগে রহ সুখে জাগি ॥

১১ই আশ্বিন ১৩৪১

নারী

স্রষ্টার অপূর্ব্ব সৃষ্টি, পৃথিবীর পরম বিস্ময়,
স্বর্গের সুষমা ভরা ঢল ঢল মূর্ত্তি করুণার—
প্রেমের প্রশান্ত ছবি—দৃষ্টি দিয়া দিলে পরিচয়
জীবনের পান পাত্রে পূর্ণকরি' ভোগ উপচার।
তব দেহ ভোগবতী উচ্ছ্বসিত লক্ষ কামনায়
যৌবনের ফেনপুঞ্জে উদ্বেলিয়া আগ্রহ অধীর—
তুমি হাসো প্রকাশিয়া দীপ্তি তব মুখ-চন্দ্রমায়
ঘন-কৃষ্ণ-কেশদামে ঢাকি' ব্যথা অমা-যামিনীর!

* * *

সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের ছন্দে গাও তোমার সঙ্গীত,
মরুভূর বুকে তোলো আনন্দের অমৃত কল্লোল—
পাষাণে ফুটায়ে ফুল, অণুমাঝে জাগায়ে সম্বিৎ
সঞ্জীবিয়া প্রেম মন্ত্রে ধরণীরে করগো বিভোল।
গৌরবের নহ তবু! মিথ্যা কথা! ওগো নিরূপমা-
তোমারে যে করে ঘৃণা আজ তারে কর তুমি ক্ষমা।

৮ই এপ্রিল, ১৯৩৪

অনাদৃতা

নিখিলের রূপ-
ঋষি কণ্বের
শোনা যায় আজো
লতিকা বিতানে
রূপে রসে রঙে
নাচিয়া নাচিয়া
অনসূয়া আর
স্মৃতির বেদনা

কথায় বিভোল
তপোবনে হায়
বন মর্ম্মরে
বিহগের তান
বিকচ-কুসুম
মৃগ শিশু থামে
প্রিয়ম্বদা সে
ঢেলে দিয়ে গেছে

অতীত এসহে ফিরে
বেদনা-সায়র-তীরে !
পথিক পায়ের ধ্বনি,
আজো ওঠে রণ রণি !
আজো হাসে অপরূপ
কুতূহলে নিশ্চুপ !
নাই নাই শুধু আজ
সবার হৃদয় মাঝ !

সেদিন রাজার সকাশে যখন দুইসখী মিলি' সুখে
শকুন্তলার পরিচয় দিল হাসি গানে কৌতুকে—
কে জানে কখন কামনা-কুসুম গোপনে গোপনে ফুটি'
পরিমল ভারে পড়িল তাদের যৌবন দ্বারে লুটি' !
সম্রাট সাথে শকুন্তলার অপূর্ব্ব পরিণয়
দুটী কিশোরীর অন্তর তলে এনেছিল' বিস্ময়।
ঋষির আশীষ্ মাথায় বহিয়া সখীরে বিদায় দিয়া
তপোবনে হায় ফেরেনিক' তারা বিরহে আকুলি' হিয়া !

*   *

*

দু'টী তরুণীর নিভৃত প্রাণের কত না রঙ্গীন আশা
কেঁদে কেঁদে বুঝি ফিরেছিল পথে লভিবারে ভালবাসা।
নারী জীবনের পরম সাধনা সখীরে তেয়াগি' হায়
নয়নের নীরে ভেসে গেল' ধীরে কোন দেবতার পায় !
ভবিষ্যতের স্বর্গ রচিতে ছিল সুখ, ছিল সাধ
ব্যর্থ হলো তা' স্বপ্নের মত ঘটিলরে পরমাদ।
ঋষি কণ্বের বড় আদরের ও দুটী তাপসী মেয়ে
কোন্ সাধনায় রহিল বিভোর কোথা কা'র পথ চেয়ে ?

বন তোষিণী [illegible] [illegible] [illegible] !
আকুল বি[illegible]
আলবালে জল কে সেচিবে ওগো কে ফুটাবে ফুল কলি ?
মূক প্রাণীদের সেবায় কে আর বেদনায় যাবে গলি ?
ঋষি কণ্ঠের পারণের জল কে দেবে তেমন আর
বুঝিলেনা তুমি এসব কাহিনী ভাবিলেনা একবার !
নির্ম্মম কবি ! তব অনাদরে ঝরিল যে দুটী ফুল—
তাহাদের লাগি' নিখিলের প্রাণ ব্যথাতুর শোকাকুল॥

২৫ নভেম্বর ১৯৩২

মুকুল

বিশ্বের বেদনা যত সবটুকু ধীরে অতি ধীরে
অন্তরের মণি কক্ষে একে একে রেখে দিলে জমা।
সঙ্কোচ দীনতা ভুলি' মহাসিন্ধু মরণের তীরে
আপনারে বিকাইলে তিলে তিলে ওগো অনুপমা।
বর্ণ গন্ধ রূপ রসে ক্ষুদ্রতারে বিসর্জ্জিয়া তুমি
অন্তর উজাড়ি দিলে যত কিছু ছিল ভালবাসা—
জাগ্রত করিয়া প্রাণ কীগভীর স্নেহভরে চুমি'
প্রেমের পৃথিবী নিয়ে ফোটাইলে জীবনের আশা!

নিখিল ধরার শাপ তমিস্রার কৃষ্ণ যবনিকা
তুমি দিলে দূরে ফেলে মধুর সে জাগরণী গানে।
মোহনিদ্রা ভাঙ্গাইলে উজলি অনন্ত প্রেমশিখা
রক্ত রাঙ্গা যৌবনের প্রসন্নতা দিলে আত্মদানে।
সফল করিলে সৃষ্টি বুলাইয়া বিস্ময়ের তুলি
মদির চুম্বন সুখে নিঃস্ব হ'লে আপনারে ভুলি॥

১৩ শ্রাবণ, ১৩৪১

পুষ্প

নিখিল মিলন লাগি শুনাইয়া জীবনের গান
মৌন মূক মুকুলের সবটুকু নিলে ভালবাসা।
হাসির হিল্লোল তুলি নাচাইয়া প্রকৃতির প্রাণ
সঞ্জীবনী মন্ত্রে তব দিলে প্রীতি দিলে নব আশা।
পাষাণের প্রাণ গলা তুমি যে গো অমিয় নিঝর
পৃথিবীর পথে পথে ফুটাইলে সবুজের হাসি—
সর্ব্ব হারা ধন্য হ'লো ভেঙ্গে চূরে ব্যথার নিগড়
তোমার যা কিছু ছিলো বিলাইলে দয়া পরকাশি।

মৃত্যুর কুহেলি ঢাকা ধরণীর কৃষ্ণ যবনিকা
কৌতুকে সরায়ে দিলে ! বিশ্বের উদয়াচল হ'তে
সাফল্য গৌরবে তাই ভালে লভি' দীপ্তজয়টীকা
বিস্ময়ের সমারোহ প্রকাশিলে আলোকের রথে
এত প্রেম এত হাসি ভুলাতে নারিল তব মন
সবারে ভুলায়ে তুমি ঝরে গেলে অপূর্ব্ব শোভন॥

১ জুলাই ৩৪

শুধু যাও ভালবেসে

মরণের কথা ভুলে যাও আজ আমার জীবন ভরি
নিখিলের রূপ রসহাসি নিয়ে এস এস সহচরি!
ভোগের মাঝারে যে সুখ পরম
সে মোর দেবতা সে মোর ধরম
তার পূজা লাগি' কামনার ডালি তুলে ধরো সুন্দরী!
স্নিগ্ধ তোমার মধুর দৃষ্টি
নূতন জীবন করুক্ সৃষ্টি,
কুণ্ঠার যত গ্রন্থি আছেগো ছিঁড়ে ফেলো দুই হাতে—
শিরা উপশিরা তোমার পরশে
শিহরি উঠুক্ প্রেমের হরষে
জীবনের পথে তুমি নেচে চলো আমি রবো তব সাথে
তোমার গানের তরণী উপরে
তোমাতে আমাতে কুতূহল ভরে
এস এস বসি উৎসব ওই মহামিলনের দেশে—
চুম্বন রাঙ্গা তোমার অধরে
বিশ্ব প্রেমের বাণী লহ ভরে
কিছু নয় প্রিয়ে, কিছু নয় আর শুধু যাও ভালবেসে॥

৫ ফেব্রুয়ারী ৩৩

এসো বান্ধবী মম প্রিয়ে

এসো বান্ধবী মম প্রিয়ে—

মর ধরণীর রূপ রস গান সুধা হাসি সব নিয়ে !

নিন্দা গ্লানির কুৎসিত ক্লেদ ভাসায়ে মিলন নীরে

সঙ্কোচ দলি, চরণ কমলে বাঞ্ছিতা এস ধীরে !

শৃঙ্খলা হীন বিরাম বিহীন আমি শুধু একা যাত্রী

'পথ চলাগান' গেয়ে কেটেগেছে কতোনা দিবস রাত্রি !

শুধু তোমালাগি' অন্তর মোর নেচে নেচে ওঠে দুলে

এসো এসো সখি ! এসো এসো আজ জীবন-সিন্ধু-কূলে !

এসো বান্ধবী মম প্রিয়ে

পূজা ভোগ হোম হয়নিক' শেষ আহুতি এখনো বাকী
মূর্ত্ত প্রেমের করুণা তুমিগো আজোকি জানোনা সাকি ?
রুদ্র কঠোর আমি যে পাষাণ মোর পূজা উপচার
"নিয়তিরে ঠেলি' আমারে ঘেরিয়া কেঁদেফেরে অনিবার"।
চিরচঞ্চল উদাসী পাগল আমার নয়ন দুটী
তোমার অরূপ দৃষ্টির সাথে বিস্ময়ে রোক্ ফুটি !
আজ হ'তে যেন শ্রবণ আমার তোমার গানের সুরে
যন্ত্রণা ভীতি ব্যর্থতা রাখে জীবনের বহু দূরে !
পিয়াসী প্রাণের ব্যগ্রবাসনা তোমার তনুর গন্ধে
মিটে যাক্ সখি, মিটে যাক্ আজ লভিয়া পরমানন্দে।
শীতল হউক কামনার জ্বালা তোমার পরশ পেয়ে
শুষ্ক এতালু সরস রহুক্ রূপের সাগরে নেয়ে !
প্রেম পূজা মোর শেষ করো দেবি ! পাষাণে ফোটাও ফুল-
তুমি আর আমি আমি আর তুমি চিরসুখে মস্‌গুল ॥

১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৩।

প্রশ্ন

প্রখর রৌদ্র প্রবল বর্ষা শীতের অসহ দাপে
সোণার ফসল এনে দেয় যা'রা ভূখা তা'রা কোন পাপে।
বাস্তুভিটেও বাঁধা থাকে তার লাঙ্গল বলদ দুটী
মহাজন এসে তাও নিয়ে যায় চাপিয়া চাষীর টুঁটি
ঘরে কেঁদে মরে ছোট ছেলে মেয়ে মায়ের আঁচল ধরি'
চোখের জলেতে বুক ভেসে যায় চাষী ওঠে হা হা করি!
কোথা তুমি আছ' দয়াল ঠাকুর শুনেও শোনোনা কাণে
এতটুকু দয়া নাহি কি তোমার ব্যথা কি লাগেনা প্রাণে?

প্রশ্ন

কান পেতে শোনো কামার শালার হাতুড়ির তালে তালে
ব্যথার করুণ ক্রন্দনগীতি ভেসে আসে সুর জালে!
হাপরের বুকে বজ্রবেদন, যাঁতা যে ফুঁপিয়ে সারা
বধির নেহাই সাক্ষ্য সবার বঞ্চিত আছে যারা!
চাকাঘুরে চলে প্রভাতে প্রদোষে মাটীর পাত্র যত
সুনিপুণ হাতে শিল্পী তাদের সাজায় ইচ্ছা মত!
কামার কুমোর এই দুটী ভাই উপবাসী রয় তবু—
পাষাণ দেবতা কোথা তুমি আজ দেখা কি দেবেনা কভু?

শাবল কোদাল তাঁত মাকু আর অতিকায় বয়লারে
যা'রা জীবনের সকল রক্ত ঢেলে দিল' অকাতরে
শ্বাপদ সঙ্কুল বনভূমি যা'র গুণে হলো রাজধানী
আকাশ চুম্বি' সৌধ উঠিল যাদের যত্ন মানি
জঞ্জাল নিয়ে ধুয়ে গেলো পথ সাফ ক'রে বাধা শত
রেখে গেলো যা'রা এই দুনিয়ায় গভীর বেদনা ক্ষত
আলো জ্বেলে জ্বেলে ঘোচালো আঁধার নিজেকে আঁধারে রা
কোথা অক্ষম পঙ্গুদেবতা এসব দেখিবে না কি?

নির্ব্বাক

পৃথিবী

ফিরে পেলো যারা অপমান আর কটুকথা কুবচন
মদের নেশায় যা'রা রলো হায় চিরকাল অচেতন;
ব্যর্থ সে সব কথা ও কাহিনী আজি যে হ'য়েছে জড়ো
আঁধার আঁধার দুনিয়ার হাটে গোল মাল তাই বড়ো।
ওগো নির্ম্মম! ওগো নিষ্ঠুর! নির্দ্দয় ভগবান
বলো বলো তুমি কবে হবে এই অমানিশা অবসান?

১৩ জানুয়ারী ১৩৩৫।

বছর কতক সুখে গেলো কেটে কালের চাকায় ঘুরে
সহসা সেদিন যন্ত্র দানব বসে গেলো দেশ জুড়ে !
ভোঁ ভোঁ ভোঁ বাঁশীর শব্দ কেড়ে নিলো যত প্রাণ
কলের চাকার কালের চাকায় গ্রাসিবার অভিযান !
ভুলে গেলো লোক অতীতের কথা ঘাড়ে ভূত এল চেপে
ছাড়ালে না ছাড়ে একেমন মজা বসে থাকে টুঁটি টিপে
গেলো আনন্দ ? চক্ চকে টাকা সপ্তাহ পরে পায়
নাহিক' শান্তি ? রবিবারে সবে উদর পুরিয়া খায় !

*　　　　*

*

হাসি আহ্লাদ গিয়াছে শুকায়ে ? প্রীতির বাঁধন নাই !
কলের মায়ায় বাঁধা প'লো সব দুধে ভাতে এলো ছাই
দাউ দাউ দাউ জ্বলিয়া উঠিল কলের কামনানল
পুরুষ ও নারী দিলো তায় প্রাণ রক্ত করিয়া জল !
সৌধ উঠিল আকাশ চুম্বি' পরভৃতিকের আশা
মানুষ মারার যূপ কাঠে নিলো মরীচিকা ভালোবাসা !
তিলে তিলে তিলে পলে পলে পলে একটানা সুরে গে
আশা ভাষা বল কেড়ে নিলো সব মাহেন্দ্র যোগ পেয়ে

মাঠে

কিনে...

পরণে যে আজ জোটেনা কাপড় মা বোন মেয়ের লজ্জা
বুক ফেটে যায় চোখে আসে জল নাই আভরণ সজ্জা !
ছোট ছেলে মেয়ে কাঁদে যে ক্ষুধায়, রোগে দেহ কালি হায়
কাছারি গিয়েছে ! পাঠশালা নাই ! টোল তাও যায় যায় !
গেছে সুখ গেছে সকল শান্তি মানুষ মরেছে কলে
অভিশাপ রাহু উল্লাসে নাচে নিপীড়ন কুতূহলে !

*　　　*

*

প্রতি ঘরে ঘরে কেঁদে কেঁদে ফেরে মায়ের নগ্ন রূপ !
ডুবেগেছে জাতি অতল পঙ্কে একেবারে নিশ্চুপ !
বুড়ো দাদা ছিল গাঁয়ের ভেতর সুখে বেঁধে কুঁড়ে ঘর
অতীতের স্মৃতি নিয়ে এলো উঠে লাঠিতে করিয়া ভর !
ভাতিল নয়নে দীপ্তি উজল, শুষ্ক অধরে হাসি
ফুটিয়া উঠিল ভবিষ্যতের আনন্দ পরকাশি !
গম্ভীরস্বরে ডাক দিল সবে "চলে আয় চলে আয়
আপনার কাজ বেছে নেগো তোরা বিফলে সময় যায়"

সাথেছিল' তা'র নাত্‌নী শোভনা নয় বছরের মেয়ে
দাদুর আদেশে বাজালো শঙ্খ ঊর্দ্ধ আকাশে চেয়ে!
আকাশের নীচে বসে গেল সভা ধরণীর পাদ পীঠে
অলখে দেবতা আশীষ ঢালিল' বহিল মলয় মিঠে!
আবাল বৃদ্ধ বনিতা জুটিল' শুনে নিলো কান পাতি,—
"নির্ভীক হ'য়ে জা'গা জা'গা প্রাণ শেষ হোক্ অমারাতি"!
ঘর-ছাড়া ওরে ঘরে ফিরে আয় কেঁদে কোন' ফল নাই!
উদরের জ্বালা মিটিবে এখানে! ভয়টা কিসের ভাই?

দুর্গম পথে বিক্ষত হ'য়ে কাঁদিস্ না তোরা আর—
উঠে পড়ে 'লাগ্' ঘুম হ'তে 'জাগ্' 'ভোল্' কথা বেদনার
চরকার সুরে গা'রে আজ গান সর্ব্বনাশীর ছেলে—
ভাত কাপড়ের অভাব রবেনা দিন যাবে হেসে খেলে!
শাবল কুড়ুল লাঙ্গল হাপর যাঁতা নেহায়ের জোরে
জানিস্ কি তুই লক্ষ্মী যে বাঁধা চিরকাল তোর ঘরে"।

পাড়ায় পাড়ায় রটিল বার্ত্তা জাগিয়া উঠিল দেশ-
বরাভয় এলো সান্ত্বনা নিয়ে অপূর্ব্ব সমাবেশ।

দেবদাসী

কন্‌কনে শীত ঠক্ ঠক্ কাঁপে কে ওই পথের ধারে ?
কি মিনতি ভরা আঁখি দুটী ওর খুঁজিয়া ফিরিছে কা'রে !
গঙ্গাসাগর যাত্রীরা সব পোঁট্‌লা পুঁটলি লয়ে
চলিয়াছে ধীর মন্থর গতি জড়োসড়ো যেন ভয়ে !
তাহাদের দেখি কুণ্ঠিতা নারী বাড়ালো তাহার হাত
যাত্রীরা হায় আপদ ভাবিয়া ফেলে গেলো পশ্চাৎ !
কেহনা দেখিল কেহনা শুনিল কি যাতনা তা'র বুকে
বেদনার বোঝা নামানো না হ'লে রবে আর কোন্ সুখে ?

পোড়া পেটে তার জোটেনিকো কিছু পুরোপুরি দুটো দিন
ঘরছাড়া নারী ঘরের বাহিরে শীতের দাপটে ক্ষীণ !
মায়ের আদর পায়নিক' কভু সম্বল শুধু বাপ
ধরে বেঁধে হায় নিয়ে গেছে তা'রে করেছে এমন পাপ !
খাজনা দিতেতো হয়নিক' দেরী দিয়েছে তো বহু ভেট—
ওঠেনি তাদের মন তবু ওগো লজ্জায় মাথা হেঁট !
বাগান বাড়ীতে যেতে হবে তা'কে কষ্ট রবেনা কিছু
গরীবের ঘরে অত ভাল নয় সবচেয়ে যা'রা নীচু !

* *

*

বাপ এসে কেঁদে পারেনি শোনাতে শুনায়ে গেছে তা পরে
বাপ ছাড়া হ'য়ে রাত্রে রবে সে একাকী তাহার ঘরে !
বুঝিল সে তার পুড়েছে কপাল যৌবন হলো কাল—
অভাগিনী মেয়ে বেঁচে আছে ব'লে বাপে করে 'নাজেহাল' !
কত চিন্তার জাল বুনে বুনে ঘুমায়ে ছিল যে বালা
সহসা জাগিল শব্দ শুনিয়া পুড়িছে তাদের চালা !
জানালার ফাঁকে লোক জন দেখে খিড়কীর পথ দিয়ে
প্রাণ ভয়ে নারী বাহিরিলো পথে পোড়া যৌবন নিয়ে !

শীতে [illegible]

রূপেন [illegible]

আঁধার আঁধার বিরাট আঁধার নীরব মৌন মূক্
সুপ্ত প্রকৃতি সন্ধ্যার কোলে পেয়েছে নিবিড় সুখ !
অপমান ভয়ে মন্দির পথে পড়িলা মূরছি নারী
বন্দনা শেষে বাহিরে আসিয়া দেখিলেন অধিকারী
চেতনা ফিরায়ে কহিলেন তা'রে বিপ্র নম্র স্বরে
ভয়কি মা তোর কোন ভয় নেই তুই র'বি এই ঘ[illegible]

*   *

*

নূতন জীবন নুতন সাধনা নূতন মনের বল
আশা উৎসাহ সব নব নব জাগরণে বিহ্বল !
বিকচ কুসুম মাল্য তাহার সঁপিয়াছে নিরূপমে
সকল দেশের সকল যুগের নন্দিত প্রিয়তমে !
প্রভাত সূর্য্য দীপ্তি তাহার কোমল কমল মুখ
মরি কি মধুর দৃষ্টি বিভোল নাই আর কোন দুখ
প্রিয়তম পূজা প্রিয়তম সেবা প্রিয়তম সাধনায়
নাচে গানে ভাবে যৌবন মন সঁপিয়া কিছুনা চায়

দে ব দা সী

সেদিন আসিল মন্দিরে তা'র ভিখারী অতিথি কত
কেহবা খঞ্জ কুব্জ ন্যুব্জ কেহবা কুষ্ঠক্ষত।
অতিসমাদরে তুষিয়া তাদের দেবতার পরসাদে
দৃষ্টি পড়িল অভাজন এক কাতর হইয়া কাঁদে।
পরিচয় তার ধনী জমিদার আপন কর্ম্ম ফলে
বিধাতার রোষে সব গেছে আজ ভাসিছে নয়ন জলে!
নারীর পুণ্যে সারিল কুষ্ঠ, খঞ্জ কহে মা আসি—
পা'র ধুলো দাও মাথায় আমার; নির্ব্বাক দেবদাসী!

৩ নভেম্বর ৩৩

আহুতি

হিন্দুর মহা পুণ্য তীর্থ কাশীর বিশ্বনাথে
দূর হ'তে এক অভাগিনী দেখে সকলের পশ্চাতে।
অপলক তা'র নীল আঁখি দুটী করুণ মিনতি ভরা
শুনাইতে তা'র মরম বেদনা এসেছে ছুটিয়া ত্বরা।
বল্ দাও ওগো বল্ দাও তুমি বল্ দাও প্রাণে তার
তুমি বিনা বলো দয়াল ঠাকুর কে আছে তাহার আর।
রঙ্গীন সে মোহে ক্ষণিকের ভুলে যে কাজ করেছে নারী
বহু দূরে এসে বুঝিয়াছে হায় পরিণাম আজ তারি।

ওইনা ওখানে মা'র হাত ধ'রে ফুট্‌ফুটে কচি মেয়ে
হাসে খল্‌ খল্‌ কত কথা বলে মায়ের মুখানি চেয়ে।
তারে দেখে হায় নারীর হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল আশা
রাঙ্গা ঠোঁটে গালে চুমু দিয়ে তাকে জানাইবে ভালবাসা।
তার মত মুখ তার মত চোখ সব ঠিক তার মত
হাত বাড়াইতে কাছে এলো খুকী হাসি কৌতুক রত।
কোলে তুলে লবে এমন সময় অদূরে উঠিল ধ্বনি
কীযে তুমি করো কা'র কাছে দেছ ছুটে আয় ওরে মণি।

*　　　*

*

নেমে গেলো হাত সরমে মরিয়া আছাড়ি পড়িল ভূমে
পথের ধুলায় বেদনা বিধুর নারীরে জড়ালো ঘুমে।
তারো ছিল গেহ তারো ছিল স্নেহ ছিল কত পরিজন
ওগো নির্ম্মম কুটিল চক্রী ভুলালে নারীর মন।
সমাজের বুকে তুমি ঠাঁই পেলে ঘরে গেলে আপনার
সুখী কপোতীর নীড় ভেঙ্গে দিলে পেনু শুধু হাহাকার।
বিকচ জীবন যৌবন রঙে উঠিল নূতন হ'য়ে
ডুবে গেনু হায় অতল পঙ্কে সাধু হ'লে তাই ক'য়ে।

"ছুঁ...
সমা...
পুরুত ঠাকুর তোমার পুঁথিতে আছেকি কোথাও লেখা
রাতের আড়ালে অভিসারিকার ঘরে দেবে তুমি দেখা !
শুনাবে কি কিছু পুণ্য কাহিনী দেখাবে কি কিছু আলো !
লজ্জা করেনা কী ক'রে বলোযে তুমি মোরে বাসো ভালো
তুমি হে শাসক একী তব কাজ ! কী হবে রত্নহারে !
গরীব কাঙ্গালে বিলাইয়া দাও যারা কাঁদে হাহাকারে !

*　　　　*

*

পাথর তেতেছে প্রখর রৌদ্রে পথের পার্শ্বে নারী
জেগে উঠে দেখে চলিয়াছে ফিরে যাত্রীরা সারি সারি !
সেও ছুটে চলে পাগলের মত কোথা যাবে নাহি জানে
আপনার মনে বকে হাসে কাঁদে মাথা ঠোকে কোনো খানে
কেহ দেয় জল কেহবা খাবার কেহবা গায়েতে ধূলি
দৃক্ পাত নেই চলিয়াছে নারী সকল লক্ষ্য ভুলি !
জঞ্জাল টবে কীযে ছিল হায় তাড়াতাড়ি তুলি মুখে
চলিতে চলিতে ঢলিয়া পড়িল জীবনের শেষ সুখে !

শ অক্টোবর ৩৩ ।

ব্যর্থ আশা

এর চেয়ে কেন মরণ হলোনা কোথা আছ ভগবান!
ব্যর্থ জীবনে নাই কাজ নাই হ'য়ে যাক্ অবসান!
সন্ন্যাসী এলো যজ্ঞ সারিতে তাহাদের মন্দিরে
অভাগীর লাগি হলোনা পূর্ণ তিনি যে গেলেন ফিরে!
পারণের জল যোগাতে নারিল হাতের চাউল মুঠি
অক্ষম হলো পাত্রে রাখিয়া ধোয়াতে চরণ দুটী!
স্নিগ্ধ শান্ত মধুর দৃষ্টি মেলিয়া তাহার পানে
কহিলেন তিনি চলিলাম মাগো কেঁদোনাকো অভিমানে

ভীতিবিহ্বল দাঁড়ায়ে রহিল' নির্ব্বাক প্রাণ হীন
চো·
মূর্চ্ছিতা নারী শয়নে তাহার, [illegible]
কেহ বলে আহা কেহবা বাতাস কেহ চুপি আলাপন !
ভাণ্ডার তার বৈভব ভরা মুক্ত হস্ত দানে
প্রার্থী না হয় কখনো বিমুখ বিশ খানা গাঁয়ে জানে !
এহেন ঘরের গরবিনী নারী তনয় ভিক্ষা মাগি'
তেত্রিশ কোটী দেবতার নামে মাথা খোঁড়ে নিশি জাগি ।

*　　　　*

*

যার নামে হায় শিলাজলে ভাসে তাহারি আশীর্ব্বাদে
তাপসীর তপ শেষ হলো ওগো বাঞ্ছিত মনোসাধে !
জনকের স্নেহ জননীর প্রেমে নবীন অতিথি ঘরে
শশীকলাসম বাড়িতে লাগিল' ধীরে অতি সমাদরে !
পূরাবে তাহার ব্যর্থ সাধনা আশা করি মনে মনে
পাঠাইল নারী সন্ন্যাসী লাগি' দেশে দেশে জনে জনে !
অলখে দেবতা হাসিল বারেক তপন ডুবিল ধীরে
মা'র কোল হ'তে জাগিলনা শিশু ভাসাইতে আঁখিনীরে !

পুত্র শোকের বৃশ্চিক জ্বালা সহিতে নারিল আর
উন্মাদ হ'য়ে ছুটে এলো পথে যদি মেলে দেখা তার !
কেঁদে কেঁদে কেঁদে শরীর গিয়েছে কণ্ঠ হ'য়েছে ক্ষীণ
পাণ্ডুর ম্লান মুখানি তাহার ঘনাইয়া আনে দিন !
জগন্নাথের চলিয়াছে রথ পাণ্ডারা দলে দলে
যাত্রীর ভিড় সরাতে দেখিল পাগ্‌লী স্বমুখে চলে !
আকাশে বাতাসে বাজে তার কথা 'খোকা আয় ফিরে আয়
পাণ্ডারা দিলো সরায়ে যাহাতে আঘাত না লাগে গায় !

*　　　　*

*

অযুত কণ্ঠ কল্লোল স্রোতে জগন্নাথের জয়
ভাসিয়া চলিল মুক্তির পথে বিশ্ব ভুবন ময় !
শঙ্খ ঘণ্টা বাদ্য ও গীতে মুখর পুরীর মাঝে
পাগলীর কথা শুনিবে কে আর ব্যস্ত সবাই কাজে।
অভিমানে তা'র মর্ম্মের পীড়া চোখেতে নাহিক' জল
চলিয়াছে নারী ভিড়ের ভিতর বেদনায় দুর্ব্বল।
সহসা উঠিল হায় হায় ধ্বনি সব শেষ সব শেষ
পুত্রের মুখ হেরিতে বুঝিবা ভুলিল সকল ক্লেশ ॥

৩০শে অক্টোবর ৩৩।

শান্তি

চুড়ি নেবে ভাল চুড়ি—
ঝাঁকাটি মাথায় কাঠ ফাটা রোদে হাঁকিয়া চলেছে বুড়ি!
পরণে তাহার শতধা ছিন্ন মলিন বসন খানি
সকলের কাছে তার জীবনের বেদনা বহেযে আনি!
রুক্ষ চুলেযে বাঁধিয়াছে জট চিন্তা মগ্ন মুখ
জীর্ণ শীর্ণ দেহ নিয়ে আর বাঁচিবার নাই সুখ!
কবরের মাটী তাও জোটে নাক' আপন দুঃখে বুড়ি
পাড়ায় পাড়ায় ডেকে ডেকে ফেরে চুড়ি নেবে ভাল চুড়ি

মেয়ে, ওগো শোন মেয়ে
ওপর হতে যে কে ডাকিল' তারে বুড়ি তা' দেখিল চেয়ে।
রুবি এলো তার মা'কে নিয়ে নীচে পিছনেতে ছোট ভাই
দুই ভাই বোনে নামালো ঝাঁকাটী বুড়ি কহে মরে যাই।
মনের মতন চুড়ি হাতে হ'লে শুধালেন মাতা দাম
দুই টাকা মাগো বেশী কিছু নয় বুড়ি কয় মুছে ঘাম।
পাঁচটী টাকার নোট ছিল মা'র কিছু নাই কাছে আর
ভাঙ্গানি নাইকো ? হবে না'কো দিতে ! তোমার পুরস্কার !

* *

*

পুলক অশ্রু নিয়ে
শুনাইল' বুড়ি রুবির মতন নাতনীর তার বিয়ে।
মরণ সময় আমিনার দাদু বলেছিল তারে ডেকে
আমিনার আর কেহ নেই জেনো ভাল ঘর দিও দেখে।
আমিনার বিয়ে দিয়ে চলে যাবে, মক্কায় বাকী দিন
কাটাইবে বুড়ি আল্লার নামে সকল ভাবনা হীন।
শুনায়ে তাহার ঘরের খবর আল্লা আল্লা করি'
ধীরে ধীরে ধীরে হ'লো সে বাহির গাঁয়ের পথটী ধরি।

চুড়ি বেচা তার বিশ টাকা আছে সিধু চাচা দেবে ছয়
এই পাঁচ আর মোড়লের কাছে বাকী যা' তা' সমুদয়।
আমিনা যে তার বড় আদরের বুকের কলিজা চেয়ে
সুখে রবে আহা লাঙ্গল পোঁতার মোড়লের ঘরে যেয়ে।
এই মত কত ভাবিতে ভাবিতে দুয়ারে আসিয়া হায়
ঘর খোলা দেখে ডাক দেয় বুড়ি...আমিনা আয়রে আয়!

*　　　　*

*

আমিনা যে ঘরে নাই!
কোন দুষ্‌মণ নিয়ে গেছে তারে চুরি ক'রে কোন ঠাঁই!
এলো মেলো সব ঘরের জিনিষ, সিন্দুক ভাঙ্গা তার
মেজেতে দেখিয়া রক্তের চিন্ বুড়ি করে হাহাকার।
ওরে শয়তান কোথা গেলি নিয়ে আমার দিদিরে বল্
মরণের ভয় রাখিস্ না তুই এতই কপট ছল!
আমিনার শোকে কেঁদে কেঁদে বুড়ি ঘুমায়ে পড়িল ঘরে
সকালে সকলে বুড়িকে দেখিল বকিছে বিকার জ্বরে।

রাতের অন্ধকারে
অস্ফুট চাপা কান্নার স্বর থামাইল সর্দ্দারে।
শিকারীর দল সাথে নিয়ে হায় গিয়ে দেখে ধীরে ধীরে
খাদের ভেতর দড়ি দিয়ে বাঁধা নারী ভাসে আঁখি নীরে।
মুক্ত করিয়া বন্ধন দশা পরিচয় তার জানি
আমিনারে নিয়ে হলো উপনীত যেথায় তাহার নানী।
কাঁদিতে কাঁদিতে আমিনা আসিলে নানি তারে রাখি বুকে
মর জগতের ভুলিল ভাবনা চির বিশ্রাম সুখে।

৭ই নভেম্বর ১৯৩৩।

সমর্পণ

শ্যাম বনানীর মমতায় রচা মণ্টুর ঘর খানি
পদ্মদীঘির স্বচ্ছ সলিলে বিস্ময় দেয় আনি।
ফুলের বাগান ফসলের ক্ষেত, গোয়াল, খামার চালা
তুলসী মঞ্চ দেবতার ঠাঁই ভক্তি অর্ঘ্য ঢালা।
বাপ পিতেমোর পা'র ধূলো আর চাষীর মনের বল
অভাবে রেখেছে দূরে বহু দূরে ঘুচায়ে অমঙ্গল।
বিদেশী পথিক দুই চোখ দিয়ে দেখে বলে 'আহা মরি'
স্বর্গ নেমেছে পায়ের তলায় অপরূপ শোভা ধরি।

সংসারে তার সোনার প্রতিমা করুণা রূপি ণী নারী
বুক ভরা ভালবাসা দিয়ে যেন যুগে যুগে আছে তারি।
কিশোরী লীলা সে ওই দুজনার নয়নের ধ্রুব তারা
মা'র স্নেহ আর বাপের সোহাগে উছলে আপন হারা।
ধবলী বুধির খেলার সাথী সে রঘু রাখালীর দিদি
পড়শীর বড় আদরের মেয়ে সবাকার প্রাণনিধি।
এবেলা ওবেলা শত পাতা পড়ে তাদের উঠানে নিতি
আপনার গুণে যশ মান টানে সকলের তারা মিতি।

*　　*

*

সেদিন কিসের উৎসব ওই পাহাড় তলীর নীচে
লীলা চলেছিলো আপনার ভাবে বাপ তার পিছে পিছে।
সহসা পশিল কানে তার ক্ষীণ কাতর বেদন স্বর
'জল ওরে জল কে আছিস্ বল্ কতদূর কতদূর'!
থমকি দাঁড়ালো হেরিল' অদূরে যুবা এক সুন্দর
পড়ে আছে পথে বিক্ষত দেহে যাতনায় জর্জ্জর।
হিংস্র পশুর কবল মুক্ত রক্ত স্নাত বীর
মৃত্যু পথের যাত্রী আজিকে বেদনায় অস্থির।

লীলা এলো ছুটে চোখে মুখে জল ছিটায়ে যতন ক'রে
কোলে তুলে নিলো মাথাটি তাহার গভীর আবেগ ভরে।
বুলাইয়া
বাতাস করিল পাতা বেটে দিল রুধির সিক্ত গায়ে।
ভিন্ পথিকের সেবার লাগিয়া বেদনা সরায়ে দিতে
অতি সমাদরে নিয়ে এলো তারে আপনার ঘরটিতে।
মায়ের করুণা বাপের স্নেহকে লীলা যে মাথায় নিয়ে
সেবা-উৎসবে ডুবে গেলো ধীরে মমতা সাধনা দিয়ে।

* *

*

ক্ষত উপসমে যাতনা বিরামে তরুণ উঠিল হাসি
কহিল বিনয়ে বাঁচালে আমারে স্নেহ দয়া পরকাশি।
তোমরা আমার চির আপনার ভুলিবনা কোনোদিন
কথা তোমাদের স্মৃতিপট হ'তে হবেনাকো কভু লীন।
মা'র কাছে ছিনু পরম আরামে বাপের সোহাগ মোরে
বাঁধিয়া রাখিল চির বাঞ্ছিত প্রেমের নিগূঢ় ডোরে।
আর তুমি লীলা কি কবো তোমায় ভাষা না জুয়ায় মুখে
বিদায় বিদায় ওগো নিরুপমে তুমি রও চির সুখে।"

মন্টুর মুখে কোন' কথা নেই মায়ের চোখেতে জল
নীরব নিথর কিশোরী লীলার সকল কৌতূহল।
সারা মনপ্রাণ যাহার লাগিয়া বিকাইয়া দিলো হায়
আজ সেই জন তা'র কাছ থেকে বিদায় কেমনে চায়!
সেবার ভিতরে নারীর জীবনে দেবতা দিয়াছে দেখা
দেউলে তাহার আরতি হবেনা রহিবে পড়িয়া একা।
ফুল্ল কুসুমে যেওনা দলিয়া ফিরে চাও, চাও ফিরে
সাধনা তাহার সফল করগো দেবতা এসোহে ধীরে।

*　　　*

*

আকাশ তখনি ফুকারি উঠিল গম্ভীর গুরু নাদে
সঘনে দামিনী চমকি লুকাল বিভীষণ পরমাদে।
অট্ট হাসিয়া আসিয়া পবন পদ্মদীঘির ধারে
সংহার স্রোতে ভাসিয়া চলিল নিস্ফল হাহাকারে।
থর্, থর্, থর্ কাঁপিল ধরণী টলমল কাঁপে জল
মন্টু চাষীর সাজানো স্বর্গ মিশিল ধরণীতল।
যুবক আসিল ছুটি'-
দেখিয়া তাহার ভগ্ন দেউল পড়িল দুয়ারে লুটি।

২৭ অক্টোবর ১৯৩৩।

লক্ষ্মী

সাধু কারপাশ রাম
নদী তীরে বেঁধে পাতার কুটীর জপেন নিয়ত নাম।
শয়নে স্বপনে ভোজনে ভ্রমণে রাম রাম করি' সার
বিন্দুর বুকে সিন্ধুর ব্যথা বিক্ষোভ আনে তাঁর।
সাধন ভজন পূজা আরাধন অতিথি সেবায় মাতি'—
পুলক আবেশে বিভোর প্রেমিক লক্ষ্মী তাঁহার সাথী
রূপে গুণে সে যে স্বনাম ধন্যা সাধু কারপাশজায়া
অমা-রজনীর বিদ্যুৎ জ্যোতি নিদাঘের শ্যাম ছায়া।

জানিয়া গিয়াছে সবে
ধরণীর মাঝে তারা দুইজন অমর হইয়া রবে।
দৈন্য তাদের মাথার মুকুট ভিক্ষায় সুশোভন
শান্তি ও প্রেম দোসর দোঁহার দিবারাতি অনুখন।
দ্বন্দ্ব বিষাদ দুঃখ সেথায় পরাজিত বারবার
অশ্রু তাদের মুক্তার মালা দিয়াছে যে উপহার।
পলকে পলকে মৃত্যুর মুখে যে জীবন যায় চলে
সে জীবনে তারা পেয়েছে অভয় গুরুর চরণ তলে।

*　　　　*

*

লক্ষ্মীর রূপে হায়
লুব্ধ বেণিয়া কামনা অনলে জ্বলে পুড়ে মরে যায়।
অন্তর তার ফুলে ফুলে ওঠে, লোলুপ রসনা নিয়ে
নেমে আসে ছুটে পাতার কুটীরে কী কথা বলে যে গিয়ে!
ধন গরিমায় গর্ব্বিত সে লক্ষ্মীর কাছে আসি'
জানায় তাহারে ঘরে গেলে তার 'হবে রাণী পাবে দাসী'।
ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চন আর চোখের তীব্র জ্বালা
বেণিয়ায় বলে পশুর অধম পালা পালা ছুটে পালা।

নগর মুখরি তুলি'
নাম গানে সাধু চলেছেন পথে কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি।
এমন— [illegible]
সঙ্গে [illegible]
কোথায় জননি! ক্ষুধিত তনয়ে চাও দেবী মুখ তুলে
সন্তান তব এসেছে দুয়ারে কেমনে রয়েছ ভুলে!
কুণ্ঠিত মাতা কোন কথা নেই; দুয়ারে আঘাত হানি'
হেরিলেন সবে রৌদ্র কিরণে ছিন্ন বসন খানি!

*　　　*

*

গুরুর উত্তরীয়ে—
লজ্জা নিবারি' বাহিরে জননী আসিল আসন নিয়ে।
সাধন মগ্ন সেথা গুরুদেব পার্শ্বে ভক্তদল,
ঘরে কিছু নাই কী হবে উপায় নারীর নয়নে জল।
সহসা ছুটিয়া বিপণিতে গিয়া জানাইল প্রয়োজন
উপহাসি' সবে ফিরাইল' মুখ কেহ কেহ কুবচন।
অবশেষে হায় বেণিয়ার কাছে বলিল সকল কথা
প্রয়োজন তার মিটাইলে পরে হবে সে যে অনুগতা।

বেণিয়া ভাগ্যবান—
শতেক লোকের ভোজনের মত দ্রব্য করিল দান।
সে সকল দিয়ে লক্ষ্মীর হ'লে গুরু সেবা সমাপন
বিস্মিত সাধু কারপাশ আসি' দেখিল যে অঘটন।
তুলসীর মূলে সন্ধ্যার দীপে লক্ষ্মীর মুখে যবে
শুনিল কাহিনী, পুলকাবিষ্ট কহিল চলগো তবে।
রূপ দেহ তব গুরুসেবা লাগি' বিকাইয়া আজ যাক্
ধন্য তোমার জীবন লক্ষ্মী! বেণিয়া শাস্তি পাক্।

*　　　　*

*

ধীরে ধীরে অবশেষে
বেণিয়ার দ্বারে কারপাশ আর লক্ষ্মী দাঁড়ালো এসে।
সার্থক তব জীবন বন্ধু বাঁচায়েছো তুমি মোরে
লহ লহ এই গুরুর প্রসাদ বাঁধিলে প্রেমের ডোরে।
লক্ষ্মী তোমার আজ হ'তে হলো মিটাও তোমার আশা
আমি চলিলাম বিদায় বন্ধু ভুলোনাক ভালবাসা।
চমকি বেণিয়া উঠিল কাঁদিয়া কহিল মন্দ্র স্বরে
দাঁড়াও ঠাকুর! যেওনা যেওনা দেখি তোমা ভাল ক'রে।

দেখদেখি তুমি চেয়ে
পশুর মাথা কি মানুষের মাথা আমার স্কন্ধ বেয়ে ?
ক্ষমা ক[illegible]
ছুটে [illegible]
উপাড়িয়া লও রসনা আমার জীবন নষ্ট হোক্
লালসার দাস অন্ধ বেণিয়া মরেছে জানুক্ লোক।

*   *   *

রাতের আঁধার ঘন হ'য়ে এলো সাধু কারপাশ রাম
লক্ষ্মীর সাথে ফিরে এলো ঘরে জপিতে জপিতে নাম

৩ই নভেম্বর ১৯৩৩।

ভালোবাসা

ভালোবাসি ভালোবাসি ভালোবাসি তারে
ধরণীর ভোগ সুখ হাসি হ'তে বঞ্চিত ক'রেছে যারে।
জীবনের আনন্দ আস্বাদ
ক্ষুধাতুর তৃষাতুর রবাহুত দল পায়নিকো কভু!
একী পরমাদ
মৃত্যুরে ঠেকায়ে দূরে নিয়মের ব্যতিক্রম হবেনাক' তবু!
হ'তে নাহি দেবো কোন মতে
সমাজের কুজ্ঝটী বৈষম্য আর ধনিকের সহস্র আদেশ
সুন্দরী এ ধরণীর পাদ পৃষ্ঠ হ'তে
করিব নিঃশেষ।

ভালোবাসা

প্রতিদিন জীবনের হাহাকার কল কোলাহলে
তোমাদের অমূল্য সময়
কোরোনাক ক্ষয়।

হে বন্ধু আমার
দূরে ফেলো পুঞ্জীভূত বেদনার যত কিছু ভার।
অনলস কর্ম্মময় দৃঢ় ভুজ দু'টী
বিস্মৃতির মহাঘোরে সৃষ্টির সাফল্য নিয়ে উঠি'
বিশ্বের সম্মুখে
গোপন রহস্যটুকু জানাক্ কৌতুকে।

*

* *

পীড়নের পালাবাঁধা অতিকায় অগণিত যন্ত্রের ভিতর
শোষণের চাকা ঘুরে ঘর্ ঘর্ ঘর্
পঙ্গু্ ক'রে রেখেছে তোমায়
ভেবেছো উপায়?
দুঃখ শোকে ম্রিয়মান্ মুহ্যমান ওগো প্রিয় সাথী
আরো কত অন্ধকারে হাহাকারে কাটাইবে রাতি?
ভীষণ জঙ্গল কাটি' বসাইয়া সৌধ শ্রেণী সুরম্য শোভন
হে শিল্পী অপরূপ আপনা বিহ্বল
কী পেয়েছ পুরস্কার
কী নিয়েছ মাণিক কাঞ্চন?

অম্বুধির জলোচ্ছ্বাস প্রায় উচ্ছ্বল চপল
প্রতি দিবসের খুঁটী নাটী কাজে
পরশ তোমার
সরস করিয়া তোলে দুনিয়ায় সবাকার মাঝে।
খরতরা স্রোতস্বতী, পর্ব্বত দুর্গম,
কিছুই মানোনি বন্ধু কর্ত্তব্যের করিয়া সম্ভ্রম
ছুটে গেছো যাহারই সন্ধানে
কে তা' জানে?
কে রাখে খবর
শ্মশানে জ্বলিছে চিতা ওদিকে কবর।

*　　　　*
*

ক্ষুধার জ্বালায়
তোমার আপন জন
সাধের সংসার হ'তে চিরতরে চলে যায়
মৃত্যুর দুয়ারে ফেলি' উৎপাটিয়া জীবনের বাঁচার বন্ধন
তবু নানা প্রতিশ্রুতি নানা অছিলায়
তোমার অন্তর সাধ, মুক্তির পিয়াস ভুলাইতে চায়!
কা'রে তুমি বলো ব্যথা কে বোঝে তা হায়!
তোমার অনিষ্ট হ'লে তাহাদের কি বা আসে যায়!
বোলোনাকো কা'রে কিছু
বিদ্রূপ ভ্রূকুটী আজ ফেলে রেখে জীবনের পিছু
সুবিস্তীর্ণ মুক্ত নীল আকাশের তলে
এসো এসো চলে।

ভালোবাসা

যাহারা আমাকে টানে তাহাকেও টেনে লবো আজ
দূরে রেখে লোকালয় সুসভ্য সমাজ।
বাকী কটা দিন
অন্তরের আনন্দকে আলিঙ্গিয়া একান্ত [illegible]

ভোগাশার মিথ্যা সুখ করিয়া বিলীন
আনাগোনাগতিস্রোতে ভাসাইয়া জীবনের ভালোবাসা তরী
মরণ পেয়ালাটীতে আয়ু সুধা ভরি'
দুনিয়ায় বেঁচেমরা মানুষের আত্মীয় স্বজনে
এসো ভাই ভালোবাসি চুম্বনে চুম্বনে॥

৯ই নভেম্বর ৩০

শান্ত হবে অশান্ত এ হৃদয়ের সব আকুলতা

প্রশ্ন জাগে মনে

অতুল বৈভব আর নাম যশে সখি

কি কাজ আমার ?

তুমি যদি নাহি রও পাশে মিথ্যা হবে সুখ হাসি গান

মিথ্যা হবে ধরণীর রূপ রস সুধা

হবে মিথ্যা সব···

*　　　*

*

গৌরবের তুঙ্গ শৃঙ্গে যদি উঠি আমি

কিম্বা বসি রত্ন বেদী 'পরে

কিবা ফল ?

আভিজাত্য গর্ব্ব যদি মেরে ফেলে অন্তরের আসল মানুষ

ব্যঙ্গ করে বুভুক্ষিত আপনার জনে

রোষ দীপ্ত নয়নেতে চায়

তবে বলো কতটুকু প্রয়োজন জীবনে আমার !

শান্ত হবে অশান্ত এ হৃদয়ের সব আকুলতা

তুমি বল প্রিয়ে

এর মাঝে আমি কেন ?

উদার আকাশ যেথা চুমিছে ভূধর অনন্ত উল্লাসে

প্রশান্ত নয়নে [illegible]

কলহাস [illegible]

বসন্ত আনন্দে যেথা

অমৃতের আনন্দ নির্ঝরে মাতে পরম বিস্ময়ে

সেথা যদি নিতে পারি ঠাঁই আপনার

তুমি থাকো কাছে

জীবনের ভোগ সুখ সেদিন সফল !

*　　　　*

*

আমি শুধু চাই

আমার এ অন্তরের নিভৃত কাননে

হর্ষ প্রীতি অনুরাগে ভরাইয়া জীবনের ডালি

হাতে লয়ে পবিত্রতা নির্ম্মাল্য সুন্দর

গেয়ে যাবো গান ।

আমার গানের সুরে
তোমার হৃদয় বীণা উঠিবে বাজিয়া—
ও দুটি কোমল বাহু
ঘেরিবে আমায় যুগ যুগান্তর।
নয়ন তোমার
জুড়াবে আমার দুটী নয়নের জ্বালা।
ব্যর্থতার রুদ্ধ অনুযোগে
সমাপ্তির রেখা দেবে টানি চুমায় চুমায়।
অতৃপ্ত বাসনা যত
পূর্ণ হবে জীবনের ভাব বিনিময়ে!

*   *
*

ছন্দ গন্ধ শব্দ স্পর্শ রূপ রস সুর
তোমার আমার সখি মিলনের শান্তি নিকেতনে
চঞ্চল লীলায় রবে মাতি।

*   *
*

তোমাতে আমাতে
ভুলে যাবো মরণের কথা
শান্ত হবে অশান্ত এ হৃদয়ের সব আকুলতা

২২শে ফেব্রুয়ারী ৩৩

যৌবনের মোহ

যৌবনের মোহ
আর বসন্তের মধুর চুম্বন
ভুলাইয়া দিলো যার প্রসব বেদনা
সার্থক করিল প্রাণ পূর্ণিমার হাসির খুসিতে
রূপে রসে গন্ধে তারি বিকচ কুসুম
মজায়েছে মন।
স্রষ্টার সকল সৃষ্টি
এরি মাঝে ধরণীর চলে উৎসব।
শতাব্দীর সভ্যতায় গৌরবের জয় টীকা লভি'
মানুষ বুঝেছে এর দাম।

যৌবনের মোহ

অমৃত প্রবাহ এযে—
স্পর্শে এর নেচে ওঠে প্রাণ
শিরায় শিরায় বহে আনন্দ কল্লোল।
ছন্দে গানে লীলায়িত প্রেমের মাধুরী
ফুটে ওঠে জীবনের লীলা কুঞ্জে অপূর্ব্ব সুন্দর
পৃথিবীর পথে পথে
একে নিয়ে বসিয়াছে আনন্দের মেলা।

*   *

*

স্বাধীনতা নিলো রূপ
জাগিল যৌবন।
প্রেম এলো এরি পাশে পরম বিস্ময়ে।
অমাবস্যা দিলো একে তমিস্রার গাঢ় আবরণ
চন্দ্রমা সাজালো একে আলোর বন্যায়।
পাখীর কাকলি
আর সাগরের উন্মাদ নাচন
মূর্ত্ত হ'লো
এর প্রতি রক্ত বিন্দু মাঝে।

যৌবনের মোহ
পুঁথির বিধান তাই

ধরণীর রূপ রস সুধা হাসি প্রেম
সবটুকু একে দিয়ে
উপভোগ ক'রে নিতে চাই।

*　　　　*

*

আমি গাহি এরি জয় গান।
আমার প্রেমের অর্ঘ্য, চুম্বনের মালা
এরি কাছে পাই উপহার।
এই দেহ এ আমার
চির বন্দনার॥

ফাল্গুন ৪০

উদয়ন

ধীরে অতি ধীরে
কে তুমি দাঁড়ালে হাসি'
দেহের দুয়ারে মোর অতিথি নবীন!
বিস্ময়ের দীর্ঘ রেখা টানি'
জীবনের মহাকাব্য করিলে প্রকাশ
যুগ সন্ধিক্ষণে।
লক্ষ কোটী শতাব্দীর
অসীম আনন্দ কোলাহলে
সুন্দরী এ পৃথিবীর ছোট ছোট ছেলে মেয়ে নিয়ে
অনাগত ভবিষ্যের মধুর স্বপন
দেখাইলে তুমি।

*   *   *

তোমার পরশে জড়
প্রাণের প্রবাহে সুখে লভিল চেতনা।
মুগ্ধ দৃষ্টি বিস্ফারিয়া
সৌন্দর্য্যের লীলা নিকেতনে
অমৃতের প্রস্রবণ স্রোতে যুগের মানুষে
দিলে শান্তি, দিলে প্রীতি, প্রেম দিলে অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে।

হে বন্ধু আমার
সে যুগ গিয়াছে চ'লে।
কত [illegible]
মানুষের [illegible]
রাষ্ট্র ধর্ম্ম সমাজ লাগিয়া
গে'ছে সুখ গে'ছে শান্তি গিয়াছে আনন্দ।

তীব্র লালসায়
বুভুক্ষিত মানবের দল
বাঁচিবার আগ্রহে অধীর উন্মুখ।
ধ্বংস মুখী সভ্যতার মোহ মদিরায়
মানুষ ভুলেছে তার প্রেম।

তুমি এলে
জীবনের যাত্রা পথে
তোমার বীণার তারে তুলিয়া ঝঙ্কার।
কৈশোরের গান আর শৈশবের খেলা
তুমিই ভুলালে বন্ধু
ঘুমাতে ঘুমাতে।

কী প্রেম শিখাবে প্রিয়
গাহিবে কী আনন্দের গান!
কোন্ স্রোতে নাচাইবে শিরা উপশিরা!
জীবনের পান পাত্রে পূর্ণ করি' ভোগের মদিরা
ঐশ্বর্য্য বিলাসে
বলো কতটুকু প্রেম!

হে মুক্ত সন্ন্যাসী!
দাও দীক্ষা, দাও শিক্ষা, দাও তব আনন্দ সুষমা
নিখিলের যত কিছু শোক অভিশাপ
দূর হোক্ তোমার আশীষে।

*   *

*

প্রেমের প্রবাহ আনি' মরণের মুক্তি মন্ত্র গানে
হে মহাতাপস ওগো হে মোর যৌবন
আমার জীবন দিয়ে
পূর্ণ হোক্
তব উদয়ন।

আশ্বিন ৪০

বিসর্জ্জন

ছোট্ট মেয়ে।
বনদেবী ব'ললেও চলে।
চাঁড়াল বোয়ের মেয়ে ব'লে অনেকেরই সন্দেহ।
মাথার ওপরে কোঁকড়ানো এক রাশ চুল
পিঠ বেয়ে নেমেছে হাঁটুর নীচেয়।
মুখ খানি যেন পূর্ণিমার চাঁদ।
চোখ দু'টির কি মিষ্টি চাউনি,
টুক্ টুকে রাঙ্গা ঠোঁট দুটি কথার রসে ভরা,
ঘাটের পথে সবাই এলে চেয়ে থাকে।
এম্নি ভাবে দিন যায়।

চাঁড়াল বোয়ের আর কেউ নেই।
মণিকে উপহার দিয়ে মন্টু চাঁড়াল চলে গেছে
সব পেয়েচির দেশে সকল রোগের ওষুধ আ'নতে...
তার ঝুলি, ওষুধের বাক্স, নোড়া নুড়ি,
গাছের শেকড় সব আছে...
শুধু সে নেই!
মন্দিরের পুরোহিত চাঁড়াল বৌকে কাজ দিয়েছেন
পথের জঞ্জাল সরিয়ে দেবে—
পেসাদ পাবে।

* *

মায়ের করুণায় সবাই ভীত...
গুজব রট্‌লো অভিজাত্য গর্ব্বীর তরফ হ'তে
ছোট জাতের ছায়া মাড়িয়ে পূজা করার এই ফল।
পুরুত মশাই-এর ছেলে চঞ্চল
সেও মাথা নেড়ে সম্মতি জানালে।
কড়া হুকুম হ'লো, মণির মা কাজে আর আ'সবেনা।
রোগ কম্‌লো।
সবাই দেবতার উদ্দেশে ধর্ম্মের নামে মাথা নত ক'রলো
শুধু চঞ্চলের বাপ দিলেনা সাড়া।
মা শীতলা কোলের ছেলেকে তুলে নিলেন কোলে।
চঞ্চল হলো পূজারী।

উপোষী কেউ থাকেনা তাঁর রাজ্যে,
যেমন করে
চোখের জলে সান্ত্বনার ভাষা
মণি বুঝতে শিখেচে।
যৌবনের রাজ-মন্দিরে দেবদাসী সে...
সংযম আর পবিত্রতার ফুলে মালা গেঁথে পরে
মণি মানবী নয়, মণি দেবী।

*   *

*

দেবীর প্রসাদের আশায় জুট্‌লো ভণ্ড ভক্ত
ঘাটে মাঠে পথে তার লোলুপ দৃষ্টি
মণিকে ভাবিয়ে তুল্‌লো...
চঞ্চলের গ্রাস হ'তে মণি মুক্তি চায়।
মায়ের কোলে মুখ লুকিয়ে কাঁদে।

অমাবস্যার অন্ধকার...
সবখানেতে জাল পেতেছে—পথ নেই পালাবার।
মণি তার মায়ের কাছে ঘুমিয়ে ছিল আরামে।
হঠাৎ তার পায়ে কিসের স্পর্শ
চেঁচিয়ে উঠ্‌লো 'মা' 'মা'...
ঘর আলো হয়ে গেলো—মা নেই!
চঞ্চল বল্লে 'চুপ্‌'...
তার বাহু বন্ধনীর মধ্যে মণি হ'লো বন্দী।
মণির চোখে জ্বলে উঠ্‌লো বিদ্যুতের শিখা।
প্রাণপণে চেষ্টা চল্লো রাহুর গ্রাস থেকে মুক্ত হবার।
চঞ্চলের বজ্র মুষ্টির কাছে মণির লাথি হ'লো ক্ষীণ...
আকাশ বাতাস মুখর ক'রে তু'ললো চীৎকারে...

* *

*

পরদিন সকালে সবাই দে'খলো
মণির দেহ ঘাটে ভা'সচে।

দোল পূর্ণিমা
১২ই মার্চ্চ ৩৩

আছি বেশ

আছি বেশ।
ভোরের পাখীর গানে ভেঙ্গে যায় ঘুম।
প্রভাতের আলো এসে সকৌতুকে হেসে খল্ খল্
জানাইয়া ভালবাসা
দিয়ে যায় চুম।
জীবনের যাত্রাপথে তাই
কী অদৃশ্য প্রত্যাশায়, কী বিপুল ভাবোচ্ছ্বাসে
ভাষাহীন রহস্যের জ্যোতির্ম্ময় কোন্ লোকে স্থরু মোর
চলা শুধু চলা।

দুর্নিবার গতিস্রোতে বিধাতার গোপন ইঙ্গিতে
ভাগ্য ওই ভেসে যায় নৈরাশ্যের কুজ্ঝটীকা ভেদি'
মৌন মূক বিস্ময় বিমূঢ় আমি
দেখি অপলকে।
কুটিল কটাক্ষ হানি' অভাব রাক্ষসী
পৈশাচিক অট্ট হাসি হেসে
বেদনার নাগ পাশে
বাঁধে যে আমায়।

*　　　　*

*

মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড ভাস্কর
অসহায় অপাংক্তেয় সর্ব্বহারা দীন হীন লাগি'
রোষবহ্নি বিচ্ছুরিয়া ধীরে অতি ধীরে
ডুবে যায় পশ্চিম আকাশে।
উদরের জ্বালা
অপমান তিরস্কার তীব্র ভৎর্সনা
বিদ্রূপের কশাঘাত, মর্ম্মভেদী শত অভিযোগ.
অস্ফুট ক্রন্দন আর নীরব সে অভিমান সজল চাহনি
উন্মাদ করিয়া তোলে।
বিধাতার দর্প চূর্ণ আশে
বজ্রমুষ্টি ওঠে হায় পড়ে যায় নিস্ফল প্রয়াসে।

গোধূলি লগন
ঘরে ফেরে ফিরিবার যা'রা

কিন্তু হায়
ব্যর্থতায় যে জীবন জ্বলে পুড়ে যায়
অবসর কোথা তার ?
রুক্ষ কেশ, জীর্ণ বাস, শীর্ণ দেহ লয়ে কোন মতে
মাটী আর আগুনের সাথে
দিন রাত লড়ি
অবসর ?

*   *

*

মৃত্যু যা'রে আলিঙ্গন দিতে
ছুটে এসে সরে যায় কর্ত্তব্যের অতিকায় বোঝাগুলো দেখে·
যম যা'র নাহি চায় কেশাগ্র চুম্বন
সেই আমি আছি বেশ।
কেঁদে কেঁদে শেষে
নিশীথের স্বপ্ন মায়া প্রমোদ কাননে
ঘুমাইয়া পড়ি হায় বান্ধবীর মিলন সঙ্গীতে।
ঘরে আর কেহ নাই দেখে
ছুটে আসে চুমু খায় প্রভাতের আলো
পরম আরামে।

জেগে উঠে হাসি আর ভাবি
হে বিধাতা কী বা ক্ষতি তুমি পারো করিতে আমার ?
স্থির জেনো মনে
গর্ব্বোজ্জ্বল ভবিষ্যের আলোর কিশোর
কোন মতে করিবেনা ক্ষমা।
আমার চলার পথে
যত পার দিয়ে যাও তোমার হুঙ্কার
কণ্টকে বিক্ষত দেহে প্রলয়ের ঝঞ্ঝাশিলা বিদ্যুৎ পরশ
আমি রবো চির অচঞ্চল !

*　　　*
*

সাক্ষ্য দেবে পত্রের মর্ম্মর ধ্বনি আকাশে বাতাসে রণরণি।
অনাগত ভাবী-কাল আশে হৃদয়ের বীণা মোর নবনব সুরে
তুলি' তার অপূর্ব্ব মূর্চ্ছনা শুনাবে সঙ্গীত
আমি আছি বেশ ওগো
আমি আছি বেশ ॥

২রা ডিসেম্বর ৩৪

দুটী কথা

আমার ভুবন ভরি'
তুমি রও ওগো তুমি রও শুধু তুমি রও সহচরি !
আরো কাছে সখি আরো কাছে এস বলিতে পারিনা হায়-
যে কথা রয়েছে আকাশে বাতাসে বিহগ যে গীতি গায় !
মুকুলের বুকে যে কথা লুকানো, পুষ্পে যা আছে প্রিয়া—
কানে কানে আমি কবো সেই কথা, জুড়াবে ব্যথিত হিয়া !
কল-নিনাদিনী কুলু কুলু নাদে ছুটে চলে যা'র লাগি'—
নৃত্য-বিভোল-সিন্ধু যাহার পরশ নিয়েছে মাগি'—
পাহাড়ের মাঝে যা আছে গোপন, ঝরণা যা পেয়ে নাচে
বলি বলি ক'রে হয়নিক' বলা কবো তা' তোমার কাছে !

অনাদি কালের কাহিনী কাব্যে ছবিতে যা রয় ফুটি'—
আজ নিরালায় চুপি চুপি তোমা শোনাবো সে কথা দুটী !

*   *   *

অনসূয়া আর প্রিয়ম্বদার যে কথা হলোনা বলা
যার আশে আশে বেদনায় মূক তাপসী শকুন্তলা !
পত্রলেখার চির বাঞ্ছিত যে লিপি হলোনা লেখা
যা'র লাগি মেঘ নানা দেশ ঘুরে পেলোনাক' হায় দেখা ;—
যে আশা তাদের মেটেনি জীবনে, যে গান হয়নি গাওয়া,
পিপাসায় বুক শুকায়ে গেলেও বিফল হলো যা চাওয়া—
মধুমাখা সেই দুটী কথা শুধু কবোগো তোমারে প্রিয়ে
সকল দেশের সকল যুগের কবিরা যা আছে নিয়ে !

*   *   *

জীবনের পথে বহুদূর এসে হারায়ে গিয়াছি ভীড়ে
অপলক চোখে শুধু দেখি ওই পাখীরা ফিরিছে নীড়ে !
ভেঙ্গে গেছে বীণা, ছিঁড়ে গেছে তার, থেমে গেছে সুর কবে-
কথা দুটী আজো যায়নি ফুরায়ে শুনে যাও সখি তবে !

২৯-৪-৩৫

বিরহ

দৃষ্টির দিগন্ত ছাড়ি' বিস্মৃতির দুর্গম যে পথ
স্বর্ণদ্যুতি বালু আর কঙ্করের যে উষ্ণ প্রবাহ—
বাসুকীর ঘন শ্বাসে মরুভূর অন্ধ ভবিষ্যৎ
মর্ম্মন্তুদ সে কাহিনী লিখে রাখে বিচ্ছুরি' প্রদাহ।
সৌরকর-শুচি-স্নাত খর্জ্জুরের সম্পদ প্রচুর,
রক্ত-রাঙ্গা-গোলাপের সমারোহ উচ্ছ্বসিত হাসি,
ইরাণের পান পাত্রে জীবনের সৌন্দর্য্য মধুর
ধূলিসাৎ করে সব বিচ্ছেদের হোম বহ্নি রাশি।

বি র হ

অনন্ত পিয়াসা তবু মেটে নাই, মিটিবেনা কভু
দেহের সমগ্র দাবী পূর্ণ নাহি হবে কোন কালে ;
বহুদূর ব্যবধান, প্রেমাস্পদে মিলিবেনা তবু
অতৃপ্ত বুভুক্ষু প্রাণ গুমরি' মরিবে শোক-জালে।
মরীচিকা পথ বাহি' সম্মুখে পিছনে হায় শুধু—
যুগে যুগে উড়ে যাবে বিস্মৃতির বালুকণা ধু ধু।

১৯শে ফেব্রুয়ারী ৩৫